যুগান্তর

তারিখ 30 NOV 2017 পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৮

কেরানীগঞ্জে পিইসি পরীক্ষার ১০০ উত্তরপত্রের হদিস নেই

অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি

কেরানীগঞ্জে ধর্মশুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শাহিনা আক্তারের কাছে মূল্যায়নের থাকা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার ১০০ উত্তরপত্রের হদিস মিলছে না। এ ঘটনায় ওই শিক্ষিকা উত্তরপত্র চুরির অভিযোগ এনে স্কুলের দফতরিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেছেন। রাতে দফতরি সুজনকে গ্রেফতারের পর বুধবার সকালে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন জানিয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে এ ঘটনায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে ওই শিক্ষিকাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে।

গ্রেফতারের পর সুজন সাংবাদিকদের বলেন, রোববার ১০০ খাতা ম্যাডাম আমাকে দেখার জন্য দিয়েছিল। ১৫টির মতো আমি মূল্যায়ন করে ফলাফল লিখেছিলাম। বাকি খাতা পরদিন দেখে ম্যাডামকে ফেরত দেয়ার কথা। কিন্তু এর আগেই সম্পত্তির বিরোধের জের ধরে ওয়ারিশরা আমার বাসায় হামলা চালিয়ে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে পিইসির খাতাগুলোও নিয়ে গেছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে জানা যায়, ২১ নভেম্বর পিইসির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মানুযায়ী অন্য উপজেলার এসব উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য ২৫ নভেম্বর কেরানীগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসে। ২৬ নভেম্বর শিক্ষা অফিস থেকে মূল্যায়নের জন্য ২০০ খাতা শিক্ষিকা শাহিনা আক্তারকে দেয়া হয়। সেখান থেকে ১০০ খাতা খোয়া গেছে।

এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মাজেদা সুলতানা বলেন, ওই শিক্ষিকার দায়িত্বে অবহেলার কারণে এ ঘটনা ঘটেছে। আমরা তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছি। শুনেছি তিনি মামলা করেছেন। পুলিশ স্কুলের দফতরিকে গ্রেফতার করেছে। তবে এটা পুলিশের বিষয়। আমরা খাতা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষিকাকে দিয়েছি। তাকেই এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে। বৃহস্পতিবার বিকালের মধ্যে তিনি খাতা ফেরত না দিতে পারলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কেরানীগঞ্জ মডেল থানার এসআই আবু হেনা মোস্তফা জানান, স্কুল থেকে পিইসি পরীক্ষার ১০০ খাতা চুরি হয়েছে মর্মে শিক্ষিকা শাহিনা আক্তার একটি মামলা করেছেন। মামলায় তিনি স্কুলের দফতরি সুজনসহ অজ্ঞাতনামা ২-৩ জনকে আসামি করেছেন। সুজনকে গ্রেফতার করে ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তবে খোয়া যাওয়া উত্তরপত্র এখনও উদ্ধার করা যায়নি।